জন্মদিন

রাত ১২টা বেজে ৫ মিনিট। আজ রাজুর জন্মদিন। তার বেড সাইড টেবিলের উপরে রাখা টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। সে জানে এত রাতে কে তাকে ফোন করছে। কিন্তু তার কলটা রিসিভ করতে ইচ্ছে করছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সে রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে গলা শোনা গেল

হ্যাপি বার্থডে রাজু বাবা।

থ্যাংক ইউ মাম্মি।

কি করছিলে বাবা? অনেক্ষন ধরে রিং বেজে চলেছে।

হ্যা মাম্মি।

তোমার মোবাইল ফোনটাও বন্ধ পাচ্ছি। আর স্কাইপিতে লগ অফ করা?

আমি ইচ্ছে করেই বন্ধ করে রেখেছি। আজ আমার কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

আমি কি সেই অন্য কারোদের একজন বাবা?

মাম্মির এই প্রশ্নের উত্তরও তার দিতে ইচ্ছে করছে না। তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলল

মাম্মি তোমার কনফারেন্স কেমন চলছে?

ওপাশ থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল।

হ্যাঁ বাবা খুবই এঞ্জয় করছি। একটু আগে তোমার বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে। ও কিছুক্ষণের মধ্যেই জাপান থেকে ফোন করে তোমাকে বার্থডে উইশ করবে। আর শোন রাজু বাবা আমি তোমার কেয়ারটেকার চাচাকে সব আগেই বলে রেখেছি। বিকাল পাঁচটায় হোটেল রূপসী বাংলা থেকে তোমার বার্থডে কেক ডেলিভারি দিয়ে যাবে। আর আমি তোমার খালামনিদেরকেও বলে রেখেছি। ওরা ঠিক সময়মত পৌঁছে যাবে। দেখবে অনেক ফান হবে। আচ্ছা তুমি বন্ধুদের বার্থডে পার্টিতে ইনভাইট করেছ তো?

রাজু আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে থ্যাংক ইউ মাম্মি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন রাখছি মাম্মি।

এই বলে মাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মার সাথে কথা শেষ করে রাজু ফোনের মেইন প্লাগটা খুলে রাখে। তার মা একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে এখন আঙ্কারায় আছে। সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগ দিতে তাকে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হয়। তার বাবা এদেশের নামকরা ধনীদের একজন। তার হেডঅফিস টোকিওতে। তাই

রাজুর বাবাকে বছরের প্রায় নয় মাসই ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে থাকতে হয়। রাজুর পরিবারের স্থায়ী সদস্য বলতে কেয়ারটেকার আয়া বাবুর্চি দারোয়ান আর গুটি কতক ড্রাইভার।

রাজু দরজা খুলে বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাড়ায়। নিচে সামনের খোলা লন আর দূরে রাস্তার বেশ খানিকটা দেখা যায়। বাগান থেকে বাতাসে বয়ে আনা হাসনাহেনা ফুলের সৌরভ তার বিষণ্ন কিশোর মনে কিছুটা হলেও খুশির পরশ বুলিয়ে যায়। সামনের রাস্তার লাইটপোস্টের সোডিয়াম বাতির নিচে কয়েকজন জড়সড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। পাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে হর্ন বাজিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। থেকে থেকে নাইট গার্ডদের বাঁশি শোনা যাচ্ছে।

রাজুর আজ তের তম জন্মদিন। মনে করার চেষ্টা করে হাতে গোনা মাত্র দুই তিনটা জন্মদিনে সে বাবা মাকে একসাথে পেয়েছে। আর প্রতিবারের পার্টিতে কেক কাটা শেষ হওয়ার পর তারা অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় সে একাকী ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে রাজু বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠলো। ব্রেকফাস্ট শেষ করে সে বাইরে বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে নিলো। মানিব্যাগ বা মোবাইল ফোন কোন কিছুই তার সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছে না। ড্রাইভার চাচা তাকে রমনা পার্কের দক্ষিণ দিকের গেটে নামিয়ে দিলে ঘন্টা দুয়েক পরে ঠিক এই জায়গা থেকে তাকে উঠিয়ে নেবার কথা বলে তাকে বিদায় করে দিল।

রাজু হাটতে হাটতে পার্কের অন্য প্রান্তে এসে পড়লো। সে আগে কখনো রমনা পার্কে আসেনি। চারিদিকের পরিবেশ চা'ওয়ালাদের হাঁকাহাঁকি গাছে পাখির কিচিরমিচির ডাক তার বেশ লাগছে। বেশ কিছুক্ষণ হাটাহাটির পর সে ক্লান্ত হয়ে পার্কের একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়লো। কিছু পরে তার সমবয়সী একটি ছেলে বড় ফ্লাস্কে করে চা আর পানিভর্তি বালতিতে কাপ ডুবিয়ে তার সামনে এসে বলল

চা লাগবো সাব

রাজুর বেশ মজা লাগতে লাগলো তাকে স্যার বলাতে। সে বলল

হ্যাঁ এক কাপ দাও।

কিন্তু পরক্ষনেই মনে পড়লো মানিব্যাগ বা মোবাইল কোনটাই তার সঙ্গে নেই। তাই বলল

না, ভাই চা দিতে হবে না। আসলে আমার কাছে কোনও টাকা নেই।

চা ওয়ালা ছেলেটা বিরস গলায় বলল

তয় চা চাইলেন ক্যা। তারপর ফ্লাস্ক উঠিয়ে হন হন করে সামনের রাস্তা ধরে চলে গেল। এইদিকের জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। বেঞ্চির সামনের গাছটা থেকে কয়েকটা শালিক একযোগে কিচিরমিচির করছে।

কিছুক্ষণ পরে তাকে অবাক করে দিয়ে চা ওয়ালা ছেলেটা আবার ফ্লাস্ক হাতে ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। রাজু হেসে বলল এখন আর চা চাইবো না কারণ সঙ্গে টাকা নেই।

ছেলেটা বালতির পানি থেকে একটা কাপ উঠিয়ে নিয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল

লন চা খান। তয় টেহা লাগবো না। রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো

কেন, টাকা নিবা না কেন?

সাব আজ বেচা বিক্রি ভালো হইছে। আপনারে চা খাওয়াইয়াই বাইত যামু।

রাজু বুঝতে পারলো না বিনা টাকায় চা খাওয়া ঠিক হবে কিনা। কিন্তু সে ছেলেটার অনুরোধ ফেলতে পারলো না। সে কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল। তার কাছে মনে হল বিশ্বের সেরা সুস্বাদু কোন পানীয় পান করছে। ছেলেটা তার সামনে নিচে বসে পড়লো।

আমার নাম রাজু। তোমার নাম কি?

মোর নাম বজলু মিয়া।

কোথায় থাক? পড়াশুনা কি করেছ?

থাহি হেই হাতিরপুলের বস্তিতে। না স্কুলে যাবার পারি নাই। তয় মার কাছে পইড়া মুই বানান কইরা সাইন বোর্ডের হগল লেহা পইড়া ফালাইবার পারি।

তোমরা কে কে থাকো?

মোর মা বাবা আর কুট্টি দুইডা যমজ বইন। বাজানে ঠেলা গাড়ি বায়। বইনেরা ফুলের মালা বেচে। মায় বইয়া হেগোর লাইগা মালা বানায়।

রাজু হঠাৎ কিছু না ভেবেই বলে ফেলে

তোমার সাথে আমাকে তোমাদের বস্তিতে নিবা?

বজলু হে হে করে হেসে ওঠে।

কি কন সাব আফনে যাইবেন মোগো বস্তিতে? তয় বইবার দিমু কৈ? এই কথা বইলা বজলু আর দাঁড়ায় না। বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

রাজু গম্ভীর মুখে বেঞ্চিতে বসে থাকে। এরই মধ্যে কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখে বজলু তার দিকে ফিরে আসছে। তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে বজলু বলল

লন যাই আমগো বস্তিতে?

রাজু মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করে। প্রায় ঘন্টা খানেক হাটার পর তারা দুজন একটি ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বজলু চিৎকার করে বলে

মা মা দেক কারে লইয়া আইছি।

ঝুপড়ির সামনের ছালা সরিয়ে বজলুর মা বেড়িয়ে আসে। ছেলের হাত থেকে ফ্লাস্ক আর পানির বালতি নিতে নিতে বলে

এইডা কেডা গো বাজান? এই পোলারে তো চিনবার পারলাম না।

মুই ও কি চিনি মা। আইজওই পার্কে দেহা। রাজু বজলুর মাকে তার নাম বলে। তারপর দুজনেই ঝুপড়ির সামনে রাখা হোগলা বিছিয়ে বসে পড়ে।

ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। বজলুর বাবা আর বোনেরা ফিরে এসেছে। সবাই একসাথে হোগলায় গোল হয়ে বসেছে। মাটির সানকিতে সবার জন্য ধোঁয়া ওঠা আলো চালের ভাত আলু বেগুনের সালুন আর ডাল পরিবেশন করা হয়েছে। গেস্ট হিসাবে বাড়তি খাতির করে বজলুর মা শুধু রাজুর পাতে ডিম ভাঁজা তুলে দিয়েছে। রাজু তর্জনী দিয়ে চক্রাকার ডিমভাজাটাকে কাটতে কাটতে মনে মনে বলল “হ্যাপি বার্থডে টু ডিয়ার রাজু অ্যান্ড মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্ন অফ দি ডে”।

নাইম আবদুল্লাহ
১৭/০৫/২০১৩